সংবাদ

তারিখ ... 10 APR 2007
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ...

ছাত্রলীগকর্মী অপহরণের জের

চবিতে ছাত্রলীগ-শিবির দফায় দফায় সংঘর্ষ

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে জরুরি অবস্থার মধ্যেও শিবির ক্যাডাররা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। গতকাল সোমবার শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে অপহরণ করে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। শিবির ক্যাডারদের হামলায় পদার্থবিদ্যা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী নাঈমুল ইসলাম নিশাদের অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মিলে চবি'র এক নম্বর গেটের বাইরে অবস্থান নেয়। এ সময় শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দফায়

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা: ১১ ক: ৬

সংঘর্ষ : চবিতে

দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী এ ঘটনায় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগ ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গতকাল সাড়ে দশটার দিকে ছাত্রলীগ কর্মী নিশাদ কাটা পাহাড় হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে যাওয়ার সময় শিবিরের বেশ কয়েকজন কর্মী তাকে ঘিরে ফেলে। এ সময় শিবির ক্যাডাররা তাকে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে। পরে তাকে শাহ্ আমানত হলের সামনে শফি কটেজের ১০৭নং রুমে নিয়ে লাঠি ও রড দিয়ে পেটাতে থাকে। খবর পেয়ে চবি প্রক্টর প্রফেসর ড. দিদারুল আলম চৌধুরী ও ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেন গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করে।

ছাত্রলীগের অভিযোগ শিবিরের সাধারণ সম্পাদক আহমদ শিহাবউল্লাহর নেতৃত্বে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের জসীম উদ্দিন, এমবিএর হাসান আলী, ব্যবস্থাপনা শেষ বর্ষের আরিফ মাঈনুদ্দিন, গণিত দ্বিতীয় বর্ষের নেছার আহমদ, ব্যবস্থাপনা শেষ বর্ষের জসীম উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের আরিফসহ বেশ কয়েকজন শিবির কর্মী নিশাদের ওপর হামলা চালায়।

এদিকে এ ঘটনার পর থেকে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ সময় কোন দলকে বাধা দেয়নি বলে অভিযোগ করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ হামলার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে ছাত্রলীগ চবি প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে। তারা জানায়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করা না হলে এবং চবি'র প্রত্যেকটি হলে তল্লাশি না চালালে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেন বলেন, শিবির ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করে তুলতেই এ হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে শিবির সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন নাঈম বলেন, এটা পুরনো ঘটনার রেশ ধরে হয়েছে। তবে তারা যদি এটাকে রাজনৈতিকভাবে নেয় তবে আমরাও তা রাজনৈতিকভাবে নেব। তবে এ ব্যাপারে চবি প্রক্টরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়।